বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬ - ২০১৭

রেলপথ মন্ত্রণালয়

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের
২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

রেলপথ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	
২.	Abbreviation	
৩.	প্রথম অধ্যায়	০১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	০২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	০৪
	অডিটের সুপারিশ	০৪
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	০৫-২০
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। রেলপথ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৯(নয়)টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৭-০৮-১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১-১১-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations

AEN	:	Assistant Engineer
BOQ	:	Bill of Quantities
BR	:	Bangladesh Railway
CE	:	Chief Engineer
CCS	:	Chief Controller of Stores
CEO	:	Chief Estate Officer
COS	:	Controller of Stores
CRB	:	Central Railway Building
DRM	:	Divisional Railway Manager
DCOS	:	District Controller of Stores
DEN	:	Divisional Engineer
DFA	:	Deputy Financial Adviser
ERC	:	Elastic Rail Clip
FA&CAO	:	Financial Adviser and Chief Accounts Officer
IT	:	Income Tax
LC	:	Letter of Credit
MDM	:	Manuscript Memorandum of Differences
MOU	:	Memorendum of Understanding
PG	:	Performance Guarantee
PPR	:	Public Procurement Rules
R-Note	:	Receipt Note
SSAE	:	Senior Sub-Assistant Engineer
TEC	:	Tender Evaluation Committee
TSO	:	Track Supply Officer
VAT	:	Value Added Tax
কেলোকা	:	কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১.	Orascom Telecom Bangladesh (বাংলালিংক) ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ এর নিকট হতে জরিমানাসহ লাইসেন্স ফি আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,২৭,৮৬,৮২২/-	৬-৭
২.	বিভিন্ন মেরামত ও নির্মাণ কাজের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৩,৩৭,৪১৭/-	৮-৯
৩.	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এড়াতে একই কাজকে ৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করে অনিয়মিত ব্যয়।	৮২,১৮,৯০২/-	১০-১১
৪.	রেলওয়ের মূলধন খাত (৯৭০০) হতে ক্রয়কৃত মালামালের মূল্য বাবদ অর্থ অদ্যাবধি অর্থনৈতিক কোড "৪৯২২-পি-ওয়ে মালামাল ও পূর্ত কাজ সংক্রান্ত" খাতে সমন্বয় না করা জনিত অনিয়ম।	২,৬১,৭৩,১৯৫/-	১২
৫.	রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট রেলওয়ের পাওনা অর্থ আদায়/সমন্বয় না হওয়া।	১,৩৯,৯১,২১৬/-	১৩
৬.	বিভিন্ন দপ্তরের বিপরীতে সরবরাহকৃত স্লিপার এবং স্টোন ব্যালাস্ট এর মূল্য বাবদ অর্থ আদায়/সমন্বয় না হওয়া।	১২,০১,৩৪,৪১৩/-	১৪-১৫
৭.	কনক্রিট স্লিপার প্ল্যান্ট, ছাতকবাজার এবং স্টোর ডিপো, পাহাড়তলী হতে উত্তোলিত মালামালের মূল্য অসমন্বিত থাকায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।	২,০০,৭৬,০৭৬/-	১৬
৮.	রেলওয়ের বাসা খালি/অবৈধ দখলদারী বসবাস করায় রেলওয়ে রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	০/-	১৭-১৮
৯.	বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল ভূমির কৃষি ও বাণিজ্যিক লাইসেন্সীদের নিকট হতে বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩৩,৩৭,০১০/-	১৯-২০
	মোট =	২১,৬০,৫৫,০৫১/-	

(একুশ কোটি ষাট লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একান্ন টাকা)।

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ রেলওয়ে।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ (Compliance)
নিরীক্ষার সময়	ঃ	২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	টেস্ট অডিট এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও বিধিবিধান পরিপালনে ব্যর্থতা ও অনিয়ম।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।
- রেলওয়ের বিভিন্ন কোড, বিধি-বিধান হালনাগাদ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (স্মারক নং-৩/মূসক/২০১৪; তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ এবং নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখ ঃ ০২/০৬/২০১৬) সার্কুলার।
- পিপিআর/২০০৮।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে অর্থ ও বাজেটের নির্দেশনা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রকৌশল কোড ১৯৬২।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে একাউন্টস কোড।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে সচেতন ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। রেলওয়ে জেনারেল কোডে বর্ণিত Canons of financial propriety নীতিমালার প্রতি রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য যথাযথভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতি নিয়মানুগের ব্যবস্থা করে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় করা প্রয়োজন।
- একই জাতীয় অনিয়ম বার বার যাতে সংঘটিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ **Orascom Telecom Bangladesh (বাংলালিংক) ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ এর নিকট হতে জরিমানাসহ লাইসেন্স ফি আদায় না করায় সরকারের ১,২৭,৮৬,৮২২/- টাকা (এক কোটি সাতাশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশত বাইশ টাকা) রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ

প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী ও তার অধীন বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/ বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী এবং লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০৫/০২/২০১৭ হতে ০১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে নথি নং-ল্যান্ড/লাল/সেবা টেলিকম/১৯৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি বিভাগের লালমনিরহাট কার্যালয়ের আওতাধীন ১৩,৭৫২ বর্গফুট রেলভূমি ব্যবহারের জন্য (রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচ দিয়ে বাংলালিংক এর অপটিক্যাল ক্যাবল লাইন পারাপারের নিমিত্ত) Orascom Telecom Bangladesh (বাংলালিংক) ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ ঢাকা এর সাথে বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথকভাবে ০৫টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- এক্ষেত্রে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত আলোচ্য (১৩,১৩২+৬২০) = ১৩,৭৫২ বর্গফুট রেলভূমি ব্যবহারের জন্য রেলভূমির লাইসেন্স ফি বাবদ ১,১১,৩০,১৫৬/- টাকা, জরিমানা ১৬,৫৬,৬৬৬/- সহ সর্বমোট = ১,২৭,৮৬,৮২২/- টাকা সংশ্লিষ্ট Orascom Telecom Bangladesh (বাংলালিংক) কমিউনিকেশনস লিঃ এর নিকট হতে আদায় হয়নি যা রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত **[পরিশিষ্ট-১(ক){১(১)-১(৫)}]**।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৫.১.১৭ মোতাবেক প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে পরবর্তী বছরের লাইসেন্স ফি পরিশোধ করতঃ লাইসেন্স চুক্তিপত্র এক বছর সময়ের জন্য নবায়ন করতে হবে। ব্যর্থতায় ১০% (শতকরা দশ ভাগ) জরিমানাসহ ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে লাইসেন্স ফি পরিশোধপূর্বক চুক্তি এক বছর (জুলাই-জুন) সময়ের জন্য নবায়ন করা যাবে। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যারা লাইসেন্স নবায়ন করতে ব্যর্থ হবে তাদের আবেদনানুযায়ী এ ধরনের কেসের প্রতিটির মেরিট বিচার করে সন্তুষ্ট হলে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে ৩০ শে জুনের মধ্যে ২০% জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন করা যেতে পারে। কোন লাইসেন্সী পর পর দুই বছর লাইসেন্স ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্থাপনা বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করাসহ লাইসেন্সধারীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ/পালন করা হয়নি। ফলে বকেয়ার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

অনিয়মের কারণঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬ (বাংলাদেশ গেজেট, ২৩/০৩/২০০৬) এর অনুচ্ছেদ নং-৫.১.১৭ মোতাবেক সরকারি পাওনা যথাসময়ে আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের জন্য এ দপ্তরের ০৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ল্যান্ড/লাল/সেবা টেলিকম/ ১৫৪/২১১ এর মাধ্যমে ডিমান্ড নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। টাকা আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত জবাবটি অন্তর্বর্তীকালীন জবাব হিসেবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া জবাব যথার্থ নয়। আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানানো হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ০৯/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর

জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ১১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদ দেয়ার ও প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকার এ যাবৎ ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক বা বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৭-২০১০ অর্থ বছরের ইস্যুভিত্তিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা-০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "নীতিমালায় নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট থেকে রেলওয়ে জমির লাইসেন্স ফি আদায় করায় সরকারের ১৯,২০,৪৬,১৩৯/- টাকা ক্ষতি" আপত্তিটি ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৪তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.৫ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, "গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক ২০১০ সনে দায়েরকৃত রীট মামলা নং-৬৮১৫/২০১০ প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রম হওয়ার পরেও কজ লিষ্টে না আসার কারণ সম্পর্কে বাংলাদেশ রেলওয়ের আইন সেলের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অনুশাসন প্রদান করা হলো। (২) দায়েরকৃত রীট মামলাটি যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে কজ লিষ্টে এনে তা নিষ্পত্তির জন্য জোর তদারকি করতে হবে এবং মামলাটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে যথাযথ অনুসরণ করতে হবে"। পুনরায় এ আপত্তি নিয়ে কমিটির ৭১তম বৈঠকে আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.৪ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে "চলমান মামলার বিষয়ে সুচিন্তিত, দৃঢ় ও দ্রুত যথাযথ অনুসরণ ও পরিবীক্ষণ প্রযুক্ত করে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং অনধিক ৩ মাসের মধ্যে সমুদয় পাওনা আদায় করতে হবে"।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ

বিভিন্ন মেরামত ও নির্মাণ কাজের বিপরীতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব বাবদ ১৩,৩৭,৪১৭/- টাকা (তের লক্ষ সাইত্রিশ হাজার চারশতশ সতের টাকা) ক্ষতি।

বিবরণঃ

অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পশ্চিম, রাজশাহী ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা, পাকশী, লালমনিরহাট ও সৈয়দপুর কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৭/০৯/২০১৬ হতে ২৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ব্যয় শাখায় রক্ষিত বিল পাসিং রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে পরিশিষ্ট-২(ক) মোতাবেক বিভিন্ন মেরামত ও নির্মাণ কাজের বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব বাবদ ১৩,৩৭,৪১৬/৩৮ টাকা কম আদায় হয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪; তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং-৩১ মোতাবেক ভবন মেঝে, অঙ্গন পরিষ্কার/রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ ১১,৪৪,৯৪৮/৩৮ টাকা [**পরিশিষ্ট- ২(১)**]।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪; তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং-০২ (এস ০০৩.১০) ও ক্রমিক নং- ১৪ (এস ০৩১.০০) মোতাবেক মোটর গাড়ী ও ওয়ার্কসপ সংশ্লিষ্ট গাড়ী মেরামতের ক্ষেত্রে ৭.৫% এবং অন্যান্য মেশিনারী যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ ১,১৬,৫৮০/- টাকা [**পরিশিষ্ট- ২(২)**]।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখঃ ০২/০৬/২০১৬ এর ক্রমিক নং-০৪ (এস ০০৪.০০) মোতাবেক বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থার নিকট হতে ৬% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ ৭২,৪৫৭/- টাকা [**পরিশিষ্ট- ২(৩)**]।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬; তারিখঃ ০২/০৬/২০১৬ এর ক্রমিক নং-০৪ সেবার কোড-এস ০০৪.০০ মোতাবেক রি-ওয়্যারিং/মেরামত কাজে বিভিন্ন সংস্থার নিকট হতে ৬% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। ফলে আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ ৩,৪৩১/২৮ টাকা [**পরিশিষ্ট- ২(৪)**]।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-০৩/মূসক/২০১৪; তারিখ-৫/৬/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০৬/মূসক/২০১৬; তারিখ-০২/৬/২০১৬ খ্রিঃ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক ভ্যাট আদায়ের বিষয়টি পরবর্তীতে ভ্যাট কমিশনারেট রাজশাহীকে পত্র প্রেরণ করে জবাবের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্তনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব মোতাবেক আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২০/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার

প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকার এ যাবৎ ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা- ০৭ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় (২,৭৬,২১,২৩২ + ২,০৩,১৫,১৩৪) = ৪,৭৯,৩৬,৩৬৬/- (চার কোটি উনআশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিন শত ছেষট্টি মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি"। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

১. "জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী ভাড়া আদায়ের জন্য ন্যস্ত ট্রেনের লাইসেন্স ফি'র উপর আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে আদায়ের অবহেলা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/ অফিসাররা দায়ী থাকবেন।

২. ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি তাদেরকে ভ্যাট আদায়ের জন্য পত্র লিখতে হবে। তাদের নিকট যে ভ্যাট আদায়যোগ্য তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানিয়ে দিতে হবে।

৩. রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তার উপর এই ভ্যাট আদায়ের দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের এ ধরনের উদাসীনতা ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা ও অবহেলা হিসাবে গণ্য করা হবে। যারা এই ভ্যাট আদায় করেনি তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব ও তা পর্যালোচনা করে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে"।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ **মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এড়াতে একই কাজকে ৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করে ৮২,১৮,৯০২/- টাকা (বিরাশি লক্ষ আঠার হাজার নয়শত দুই টাকা) অনিয়মিত ব্যয়।**

বিবরণঃ

প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম/রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী-২/পাকশী/কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৩/০৪/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরে রক্ষিত ওটিএম সংক্রান্ত চুক্তিপত্রসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই/১৫ হতে জুন/১৬ পর্যন্ত সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়াতে মৌচাক-টাঙ্গাইল স্টেশনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সেচ ও ব্যাংক মেরামত ও ব্যালাস্ট প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণের জন্য কয়েকটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের নোটিশ প্রদান এর মাধ্যমে একটি অভিন্ন কাজকে মোট ৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করে প্রতিটি প্যাকেজ পৃথক পৃথক কাজ হিসেবে গণ্য করে দরপত্র আহবান করা হয়। অতঃপর, মন্ত্রণালয়ের স্থলে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা তথা বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার পাকশী এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৭(৫) মোতাবেক উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন কোন একক ক্রয়কার্য একাধিক প্যাকেজে বা কোন প্যাকেজ একাধিক লটে বিভক্ত করা হলে, উহার কোন একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের পূর্বে প্যাকেজসমূহ বা লটসমূহের মোট মূল্যের সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভুক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ বা লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (অনুন্নয়ন)/২০১৫ এর ক্রমিক নং-৪(ঘ) মোতাবেক পরিশিষ্টে বর্ণিত মেরামত কাজগুলো পৃথক ৮টি প্যাকেজে ভাগ করা হলেও তা একটি অখণ্ড কাজ এবং ঐগুলোর সমষ্টি মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হওয়ায় উক্ত কাজটির দরপত্র অনুমোদনের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ফলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এড়িয়ে ৮২,১৮,৯০২/৪৯ টাকা [পরিশিষ্ট-৩(১)] অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।
- পিপিআর/২০০৮ লংঘনের কারণে আর্থিক ক্ষমতা যথাযথভাবে পরিপালন হয়নি যার কারণে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এর (২০০৬ সনের ২৪নং আইন) ৬৪ ধারা(৩), (৪), (৫) এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৭(৫) এ উল্লিখিত উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর নির্দেশনা এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন (অনুন্নয়ন)/ ২০০৫ এর ক্রমিক নং-৪(ঘ) পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

APP যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ APP ও চুক্তিপত্র দুটি পৃথক/ভিন্ন অনুমোদন প্রক্রিয়া। এই অনিয়মের ফলে আর্থিক-ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে। জবাবে PPR-২০০৮ এর বিধি ১৭(৫) এ উল্লিখিত উপবিধি (১), (২) ও (৩) এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (অনুন্নয়ন)/২০১৫ প্রতিপালন না করার বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে

তাগিদপত্র এবং ২৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-১৪, পৃষ্ঠা-২০ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর জন্য খণ্ড খণ্ড করে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ৭৪,২৭,৭৩,৩৫০/- টাকার ক্রয় চুক্তি অনুমোদন"। আপত্তিটি ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫৪তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৭.১.১৪ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, "এই অনিয়মের বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়িত্ব নিরূপন পূর্বক অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুশাসন প্রদান করা হলো"।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ **রেলওয়ের মূলধন খাত (৯৭০০) হতে ক্রয়কৃত মালামালের মূল্য বাবদ ২,৬১,৭৩,১৯৫/- টাকা (দুই কোটি একষট্টি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা) অদ্যাবধি অর্থনৈতিক কোড "৪৯২২-পি-ওয়ে মালামাল ও পূর্ত কাজ সংক্রান্ত" খাতে সমন্বয় না করা জনিত অনিয়ম।**

বিবরণঃ

বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/৮/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৮/৯/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে নথি নং- এস/১১-ব্যালাস্ট/পার্ট-৭ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী ছাতক বাজার হতে প্রাপ্ত মালামালের রেজিস্টার পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-৪(১) এ বর্ণিত এডভাইস মেমো মোতাবেক বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকার চাহিদার বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ছাতক বাজার, সিলেট হতে বিভিন্ন 'মেমো এ' এর মাধ্যমে স্টোন ব্যালাস্ট এবং পিসি স্লিপার আসে যার মূল্য ২,৬১,৭৩,১৯৫/- টাকা। মালামালগুলি বাংলাদেশ রেলওয়ের মূলধন খাত (৯৭০০) হতে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ছাতক বাজার কর্তৃক ক্রয়/প্রস্তুত পূর্বক রেলওয়ের ভোক্তা বিভাগ বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকার চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ করা হয়েছে। ১২/১১/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ২,৬১,৭৩,১৯৫/- টাকা সাসপেন্স খাতে রাখা হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেলওয়ে একাউন্টস কোড ১৬২২ এর নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত অর্থ প্রকৌশলী বিভাগের ৪৯২২ খাতে সমন্বয় করা হয়নি। মহাপরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, অর্থ ও বাজেট শাখা, রেলভবন, ঢাকার স্মারক নং-অর্থ-বাজেট/১বা-১/২০১৫-১৬/অনুন্নয়ন বাজেট/১৪; তারিখঃ ০৬/০৯/২০১৫খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলীর ক্রমিক নং ১৩ তে মালামালের অনিশ্চিত এবং উৎপাদনের অনিশ্চিত খাতের ডেবিট ও ক্রেডিট সমন্বয়ের ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে উভয় খাতের জের হ্রাস পায় মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। তদুপরি, অনিশ্চিত খাতের ডেবিট ও ক্রেডিট সমন্বয়ের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

এডিজি অর্থ রেলভবন, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট অর্ডার পুস্তিকার ১৩নং অনুচ্ছেদ, ১৯৮৭ সালের বাংলাদেশ রেলওয়ে একাউন্টস কোড এর ১৬২২ ধারা অনুযায়ী রেলওয়ের মূলধন খাত হতে ক্রয়কৃত মালামালের মূল্য চূড়ান্ত খাতে সমন্বয় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

রেল লাইনে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে এক্সইএন/ছাতক বাজার হতে বিভিন্ন সময়ে পাথর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাজেট স্বল্পতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে উক্ত খাতে অর্থ সমন্বয় করা সম্ভবপর হয়না। সরবরাহকৃত ব্যালাস্টের দায় মেটানোর জন্য প্রধান প্রকৌশলী বরাবরে বিভিন্ন সময়ে পত্র দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত বকেয়া সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত মন্তব্যে অনিয়মটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মালামাল অনিশ্চিত এবং উৎপাদনের অনিশ্চিত খাতের ডেবিট ও ক্রেডিট সমন্বয়ের ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রতি বছরের বার্ষিক ব্যয়ের বিপরীতে সঠিক তথ্য প্রতিফলিত হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

রেলওয়ের মূলধন খাত (৯৭০০) হতে ক্রয়কৃত মালামালের মূল্য বাবদ ২,৬১,৭৩,১৯৫/- টাকা চূড়ান্ত খাতে (৪৯২২) সমন্বয় করত জমার/সমন্বয়ের কোড উল্লেখ করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনামঃ রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট রেলওয়ের ১,৩৯,৯১,২১৬/- টাকা (এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার দুইশত ষোল টাকা) পাওনা আদায়/সমন্বয় না হওয়া।

বিবরণঃ

বিভাগীয় প্রকৌশলী-৩, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০৩/১১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ডিএফএ/চট্টগ্রামের পত্র নং-ডিএক্স/সিপিএ/বিল/২২৬; তারিখ: ১৪/১১/২০১৬ খ্রিঃ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বিল নং- পিসি/ট্র্যাক/১(বি) এর অনুকূলে ১,২৭,৬১,৯৫৮/- টাকা এবং বিল নং-পিসি/ট্র্যাক/১(সি) এর অনুকূলে ১২,২৯,২৫৮/- টাকা, সর্বমোট (১,২৭,৬১,৯৫৮ + ১২,২৯,২৫৮) = ১,৩৯,৯১,২১৬/- টাকা পাওনা রয়েছে [পরিশিষ্ট- ৫(১)]। উক্ত অর্থ দ্রুত রেলওয়ের খাতে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণঃ

বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে রেলওয়ের পাওনা আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

উত্থাপিত আপত্তির আলোকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রেলওয়ে এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট দেনা-পাওনার বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এতদ্‌বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বৈঠক সহ পত্রালাপ অব্যাহত আছে। উভয় সংস্থার মধ্যে দেনা-পাওনা সম্পর্কে উভয় কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসাব কর্মকর্তার মধ্যে বৈঠকের মাধ্যমে সমন্বয় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

পাওনা টাকা আদায়ের কোন তথ্য দেয়া হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট রেলওয়ের পাওনা ১,৩৯,৯১,২১৬/- টাকা এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট রেলওয়ের পূর্বের পাওনা অদ্যাবধি আদায়/সমন্বয় করা হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময় সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদ ও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকার এ যাবৎ ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক বা বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর এর আয় ব্যয়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষার অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৭ তে অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকার আয়ের রেলওয়ের হিস্যা বাবদ ৫,৩৭৭.৪৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।" এ আপত্তির বিষয়ে নিরীক্ষার সুপারিশ ছিল "MOU অনুযায়ী সমুদয় প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।"

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পাওনা বাবদ ১,৩৯,৯১,২১৬/- টাকা আদায়/সমন্বয় করে জমার কোড উল্লেখপূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। একই সাথে বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট রেলওয়ের পূর্বের পাওনা আদায়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনামঃ বিভিন্ন দপ্তরের বিপরীতে সরবরাহকৃত স্লিপার এবং স্টোন ব্যালাস্ট এর মূল্য বাবদ ১২,০১,৩৪,৪১৩/- টাকা (বার কোটি এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত তের টাকা) আদায়/সমন্বয় না হওয়া।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ছাতক বাজার কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯/১১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৫/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরে স্লিপার সরবরাহ ও ডেবিট চার্জ সংক্রান্ত নথি এবং ব্যালাস্ট সরবরাহ ও ডেবিট চার্জ সংক্রান্ত নথি/রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন যাবৎ ছাতক বাজার হতে রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকৌশলীর দপ্তরে স্লিপার ও ব্যালাস্ট সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু এর মূল্য আদায়/সমন্বয় হচ্ছে কিনা তা নথি/রেজিস্টার পর্যালোচনায় কোথাও পাওয়া যায়নি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ছাতক বাজার এর মজুদ হতে ২৪,১৫০ টি স্লিপার প্রকৌশল দপ্তরের অধীন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকৌশলীর বিপরীতে সরবরাহ করা হয়েছে যার মূল্য ৮,৪৪,২৮,৪০০/- টাকা এবং ৩,২১,৭১৯/১০ ঘনফুট ব্যালাস্ট সরবরাহ করা হয়েছে যার মূল্য ৩,৫৭,০৬,০১৩/৩২ টাকা সহ সর্বমোট (৩,৫৭,০৬,০১৩/৩২ + ৮,৪৪,২৮,৪০০/-) = ১২,০১,৩৪,৪১৩/- টাকা **[পরিশিষ্ট- ৬(১), ৬(২)]**। উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয়ের কোন প্রমাণক নিরীক্ষাকালে পাওয়া যায়নি। রেলওয়ের মূলধন খাত হতে ব্যয়িত অর্থ দ্রুত আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণঃ

এডিজি/অর্থ/রেলভবন, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট অর্ডার বইয়ের ১৩নং নির্দেশনা, বাংলাদেশ রেলওয়ে একাউন্টস কোড ১৬২২ ধারা এর ব্যত্যয় এবং রেলওয়ের মূলধন খাত হতে ব্যয়িত অর্থ দ্রুত সমন্বয় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

এ ব্যাপারে হিসাব বিভাগ থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ পূর্বক পাওনা টাকা সমন্বয় করা হবে।।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত জবাবে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মালামাল অনিশ্চিত এবং উৎপাদনের অনিশ্চিত খাতের ডেবিট ও ক্রেডিট সমন্বয়ের ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রতি বছরের বার্ষিক ব্যয়ের বিপরীতে সঠিক তথ্য প্রতিফলিত হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ০৯/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ১৯৮৭-১৯৮৮ হতে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৭, পৃষ্ঠা-১৮ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "সরবরাহকৃত স্লিপারের মূল্য বাবদ ৭,৩৮,২৮,৪৬৪/- টাকা সমন্বয় না হওয়া প্রসংগে"। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.১ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, "যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের কংক্রীট স্লীপার প্ল্যান্ট প্রকল্প, ছাতক বাজারের ১৯৮৭-১৯৮৮ হতে ১৯৯৭-১৯৯৮ইং সালের হিসাব সম্পর্কে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত এবং কমিটির ৩৬তম বৈঠকে আলোচিতব্য এবং ইতঃপূর্বে অন্য কোন বৈঠকে আলোচিত অনুচ্ছেদ ব্যতীত অন্যান্য অনালোচিত নিরীক্ষা আপত্তিগুলোর রিপোর্টে বর্ণিত অডিট মন্তব্যের সাথে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি একমত পোষন করছে। ঐ নিরীক্ষা আপত্তিগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অডিটের মন্তব্য অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের সিদ্ধান্ত/মন্তব্য অনুযায়ী নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কার্যক্রম গৃহীত না হলে বা প্রতিপালন করা না হলে মহা- হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব তা সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করতে হবে"। উক্ত রিপোর্টে অডিট মন্তব্য ছিল- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯৯১ সাল হতে প্রকল্প বিভাগের নিকট পাওনা সমন্বয় করা হয়নি। পাওনা আদায়ের জন্য ডেবিট ইস্যু ছাড়া অন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। টাকা সমন্বয়ের জন্য ইতিপূর্বে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে উক্ত টাকা অসমন্বিত অবস্থায় থাকত না। এই অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরবরাহকৃত স্লিপার এবং স্টোন ব্যালাস্ট এর মূল্য বাবদ ১২,০১,৩৪,৪১৩/- টাকা আদায়/সমন্বয় করতঃ আদায়/সমন্বয়ের কোড উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক। একই সাথে ইতিপূর্বের আদায়/সমন্বয়ের বিষয়েও পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনামঃ **কনক্রিট স্লিপার প্ল্যান্ট, ছাতকবাজার এবং স্টোর ডিপো, পাহাড়তলী হতে উত্তোলিত মালামালের মূল্য বাবদ ২,০০,৭৬,০৭৬/- টাকা (দুই কোটি ছিয়াত্তর হাজার ছিয়াত্তর টাকা) অসমন্বিত থাকায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

বিবরণঃ

প্রধান প্রকৌশলী/পূর্ব/চট্টগ্রাম এর অধীনস্থ বিভাগীয় প্রকৌশলী-১/চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ হতে ০৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, উক্ত কার্যালয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কনক্রিট স্লিপার প্ল্যান্ট, ছাতক বাজার এবং রেলওয়ে স্টোর ডিপো/পাহাড়তলী হতে ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্লিপার ও অন্যান্য মালামাল উত্তোলন করলেও বাজেট না থাকায় ও বিভাগীয়ভাবে মালামালের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র না থাকায় ২,০০,৭৬,০৭৬/১৬ টাকা [পরিশিষ্ট-৭(১)] হিসাব বিভাগ সমন্বয় করতে পারেনি।

অনিয়মের কারণঃ

এডিজি/অর্থ/রেলভবন, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট অর্ডার পুস্তিকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট অর্ডার পুস্তিকার ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মালামালের অনিশ্চিত এবং উৎপাদনের অনিশ্চিত খাতের ডেবিট ও ক্রেডিট সমন্বয়ের ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে উভয় খাতে জের হ্রাস পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, চট্টগ্রাম জানান যে, সিএসপি/ছাতকবাজার, সুনামগঞ্জ হতে যে সকল মালামালের ডেবিট পাওয়া গেছে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে তা সমন্বয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে স্টোর ডিপো/পাহাড়তলী হতে প্রাপ্ত ১৬,০৮,৭৮১/৮০ টাকা মূল্যমানের মালের ডেবিট ইতোমধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। সিএসপি/ছাতকবাজার হতে প্রাপ্ত মালামালের ডেবিট সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে। বাজেট প্রাপ্তির পর তা সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

মালামাল অনিশ্চিত এবং উৎপাদনের অনিশ্চিত খাতের ডেবিট ও ক্রেডিট সমন্বয়ের ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রতি বছরের বার্ষিক ব্যয়ের বিপরীতে সঠিক তথ্য প্রতিফলিত হয়নি। প্রতি বছরের বার্ষিক ব্যয় বিবরণীতে সঠিক তথ্য প্রতিফলিত হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৬/০১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জড়িত অর্থ সমন্বয় পূর্বক সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। একই সাথে ভবিষ্যতে বাজেট বরাদ্দ পুস্তিকার নির্দেশনা অনুযায়ী মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনামঃ

রেলওয়ের বাসা খালি থাকা/অবৈধ দখলদার বসবাস করায় বাংলাদেশ রেলওয়ে রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।

বিবরণীঃ

(ক) প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী কার্যালয়ের অধীনস্থ বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, পাকশী কার্যালয়ের আওতাধীন সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজবাড়ী অফিসের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬/০২/২০১৭ হতে ২৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ে রক্ষিত বাসা-বাড়ী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৪৯ টি (ইউনিট) বাসা অবৈধ বসবাসকারীদের দখলে রয়েছে। অবৈধ দখলকারীদের মধ্যে সাধারণ জনগণ ছাড়াও বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন অফিসে কর্মরত কর্মচারী ও অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীও রয়েছে। এতে সরকার প্রতি বছর রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে **[পরিশিষ্ট ০৮(১)]**।

(খ) প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী কার্যালয়ের অধীনস্থ বিভাগীয় প্রকৌশলী, লালমনিরহাট ও বিভাগীয় প্রকৌশলী-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী কার্যালয়ের হিসাব ০৭/০৪/২০১৭ হতে ২৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ঊর্ধ্বতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী/কার্য/সান্তাহার, লালমনিরহাট, বামনডাঙ্গা, বগুড়া, বোনারপাড়া, দিনাজপুর, রুহিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যালয়ের বাসাবাড়ী সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১,১৩০টি বাসা বা ইউনিট খালি/অবৈধ বসবাসকারীদের হাতে রয়েছে। ফলে, বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে **[পরিশিষ্ট- ০৮(২)]**।

অনিয়মের কারণঃ

১৯৬২ সালের রেলওয়ে প্রকৌশল কোড ১৯৬১ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

(ক) **সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী/রাজবাড়ী কার্যালয়ের জবাবঃ** রাজবাড়ী উপবিভাগে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোকবল কমে যাওয়া, লোকোসেডের কার্যক্রম বন্ধ হওয়া, চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেন কমে যাওয়া, ডবল ইউনিটের বাসায় চাহিদা না থাকায় দীর্ঘদিন বাসাগুলিতে বৈধ কর্মচারী বসবাস না করায় এবং বাসাগুলি খালি থাকায় স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে অবৈধ দখলদাররা বাসার সীল-গালা ভেঙ্গে বসবাস করে আসছে।

বিভিন্ন সময়ে এসএসএই/কার্য/কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ী কর্তৃক উক্ত বাসাবাড়ীতে বসবাসরত অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত পূর্বক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

এইএন/রাজবাড়ী বিভিন্ন সময়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ এর নোটিশ প্রেরণ করেন। এছাড়া বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পাকশী, অফিসার ইনচার্জ/সদর থানা, রাজবাড়ী এবং সর্বশেষ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/রাজবাড়ীকে উক্ত উচ্ছেদ চালানোর জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের অনুরোধ করেন।

(খ) **এসএসএই/কার্য সান্তাহার, লালমনিরহাট বামনডাঙ্গা, বগুড়া, বোনারপাড়া, দিনাজপুর, রুহিয়া কার্যালয়ের জবাবঃ** রেলওয়ের বাসাগুলো দীর্ঘদিন পূর্বে নির্মিত। বর্তমান বাসাগুলি বসবাসের তেমন উপযোগী নয়। রেলওয়ের সীমাবদ্ধ বাজেটের জন্য বাসাগুলো মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। ইহা ছাড়া বর্তমানে রেল কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ী ভাড়া সমর্পণ করে এ সমস্ত বাসা বরাদ্দ নিতে রেল কর্মচারীরা আগ্রহী নয়। ফলে বাসাগুলো খালি থাকায় এবং বাসাগুলো দেখভাল করার জন্য প্রকৌশল বিভাগের যথেষ্ট লোকবল না থাকায় অবৈধভাবে পাবলিক বসবাস করছে। অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

ডিইএন/লালমনিরহাট কার্যালয়ের জবাবঃ প্রধান প্রকৌশলী/প্রঃ/রাজশাহীর পত্র নং ইনজ/ডাঃ/৫৪০/রিলিজ/৯৪০; তাং-১৮/১১/২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক এসএসএই/কার্য/বামনডাঙ্গা, বগুড়া ও বোনারপাড়া সেকশনের কতকগুলি বাসা ড্যামেজ ঘোষণা পূর্বক নিলাম দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। নিলামের মাধ্যমে বাসা হতে অবমুক্ত মালামাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য ড্যামেজ বাসাগুলিও পর্যায়ক্রমে অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ডিইএন-২/পাকশী কার্যালয়ের জবাবঃ পর্যায়ক্রমে অবৈধ বাসা বাড়ীর তালিকা অনুযায়ী উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং সহসাই অবৈধ দখলদার মুক্ত করা সম্ভব হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

নিরীক্ষিত অফিসসমূহের প্রদত্ত জবাবে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৬২ সালের রেলওয়ে প্রকৌশল কোড-১৯৬১ ধারা মোতাবেক বিল্ডিংগুলি Outsider দের কাছে ভাড়া দেওয়ার সুযোগ ছিল। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসা অবৈধ দখলে থাকায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে (ক) প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম/বাংলাদেশ রেলওয়ে/রাজশাহী কার্যালয়ের অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী-১, পাকশী এর অধিনস্থ সহকারি নির্বাহী প্রকৌশলী/রাজবাড়ী কার্যালয়ের আপত্তিটি ৩০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৪/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। (খ) প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম/বাংলাদেশ রেলওয়ে/রাজশাহী কার্যালয়ের অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী, লালমনিরহাট ও বিভাগীয় প্রকৌশলী-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী এর আপত্তি ২৭/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ১৮/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১, পৃষ্ঠা-০৩ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের ৭,১৭২টি বাসস্থান অবৈধ দখলে থাকায় এসব বাসস্থানের ভাড়া আদায় না হওয়ায় এবং এসব বাসস্থানের বিদ্যুৎ বিল রেলওয়ে কর্তৃক পরিশোধ করায় এ বাবদ রেলওয়ের বিপুল আর্থিক ক্ষতি"। আপত্তিটি ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৫.১.২ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,

১. "বাংলদেশ রেলওয়ে এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কর্তৃক খাদ্য, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়সহ যে সকল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার কথা বলেছে তাদেরকে এই মর্মে পত্র লিখতে হবে যে, এক মাসের মধ্যে বকেয়া বিল পরিশোধ করা না হলে সংশ্লিষ্টদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

২. রেলওয়ের যে সকল খালি বাসা ভাড়াযোগ্য, তা ভাড়া দিতে হবে।

৩. ভাড়া বাবদ আদায়কৃত টাকা আলাদা তহবিলে জমা রাখতে হবে এবং তা দিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া বাসাগুলো সংস্কার করতে হবে।

৪. যারা রেলওয়ের বাসার অবৈধ দখলমুক্ত না করা, ভাড়া না দেয়া এবং বিদ্যুৎ বিল আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব করতে হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সড়ক ও রেলপথ বিভাগের মন্তব্যসহ আগামী এক মাসের মধ্যে সিএজি'র মাধ্যমে প্রতিবেদন কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে"।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অবৈধ বসবাসকারী/দখলদার উচ্ছেদসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের এ ধরনের সকল বাসা যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনামঃ **বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল ভূমির কৃষি ও বাণিজ্যিক লাইসেন্সীদের নিকট হতে বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় না করায় ১,৩৩,৩৭,০১০/- টাকা (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার দশ টাকা) রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ

প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী ও তাঁর অধীন বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী ও লালমনিরহাট (অধীন ১২ + ৬ = ১৮টি কাচারি অফিসসহ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ০১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বালাম বহি, বকেয়ার তালিকা, বাণিজ্যিক লাইসেন্স ও কৃষি লাইসেন্স রেজিষ্টার এবং জ-১ রশিদ বই পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পাকশী এবং লালমনিরহাট ও উক্ত কার্যালয়সমূহের অধীন কাচারি অফিস সমূহে বিভিন্ন লাইসেন্সীর নিকট বাণিজ্যিক ও কৃষি লাইসেন্স ফি বাবদ (১,১২,৮৯,২৩৫ + ২০,৪৭,৭৭৫) = ১,৩৩,৩৭,০১০/- টাকা অনাদায়/বকেয়া রয়েছে; যা রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত [**পরিশিষ্ট -০৯(১)-৯(৩)**]।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬ (বাংলাদেশ গেজেট ২৩/০৩/২০০৬) এর অনুচ্ছেদ ৫.১.১৭ মোতাবেক প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে পরবর্তী বছরের লাইসেন্স ফি পরিশোধ করতঃ লাইসেন্স চুক্তিপত্র এক বছর সময়ের জন্য নবায়ন করতে হবে। ব্যর্থতায় ১০% জরিমানাসহ ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে লাইসেন্স ফি পরিশোধপূর্বক চুক্তি এক বছর (জুলাই-জুন) সময়ের জন্য নবায়ন করা যাবে। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যারা লাইসেন্স নবায়ন করতে ব্যর্থ হবে তাদের আবেদনানুযায়ী এ ধরনের কেসের প্রতিটির মেরিট বিচার করে সন্তুষ্ট হলে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে ৩০ শে জুনের মধ্যে ২০% জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন করা যেতে পারে। কোন লাইসেন্সী পর পর দুই বছর লাইসেন্স ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্থাপনা বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করাসহ লাইসেন্সধারীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- আবার উক্ত নীতিমালার ৫.২.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃষি লাইসেন্সীগণ চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্তের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য ফি পরিশোধ পূর্বক লাইসেন্স গ্রহণের চুক্তিপত্র নবায়ন করতে হবে। ব্যর্থতায় পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে ১০% জরিমানাসহ লাইসেন্স ফি পরিশোধ পূর্বক চুক্তি নবায়ন করা যাবে; অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ/পরিপালন করা হয়নি। ফলে বকেয়ার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬ অনুযায়ী যথাসময়ে বাণিজ্যিক ও কৃষি লাইসেন্স ফি আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

লাইসেন্সীগণের নিকট হতে বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং অতিসত্বর উক্ত বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় করে তা জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাবে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৯/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ২০/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব

পাওয়া যায়নি। আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদ দেয়ার ও প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকার এ যাবৎ ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক বা বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এ আপত্তির অনুরূপ আপত্তি ২০০৭-২০১০ অর্থ বছরের ইস্যুভিত্তিক অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৪, পৃষ্ঠা-২০ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। যার শিরোনাম "পাকশী বিভাগের ১০ টি কাচারী অফিসের ৩৫৯ জন কৃষি লাইসেন্সীর নিকট রেলওয়ে জমির লাইসেন্স ফি বাবদ ৫১,৯৯,৯৬৫/- টাকা অনাদায়"। আপত্তিটি ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৪তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.৬ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, "(১) তালিকা পাওয়া যায়নি বলে দায়সারা গোছের জবাব সংসদীয় কমিটির কাছে কার্যপত্রে লিখিতভাবে উপস্থাপনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুনির্দেশ প্রদান করা হলো। (২) মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনায় ইজারা মূল্য সংশোধন করা সমীচীন বলে কমিটিকে অনুশাসন প্রদান করা হলো। (৩) সমুদয় পাওনা আদায়ের এবং উপর্যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত ২ মাস সময় প্রদান করা হলো"। পুনরায় এ আপত্তি নিয়ে ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭১তম বৈঠকে আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৬.১.৭ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, "(১) আদায়কৃত অর্থের প্রমাণক অনধিক ৭ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। (২) ইজারা মূল্য সংশোধনের বিষয়ে ২৪তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যাচিত ৬০ দিন সময় মঞ্জুর করা হলো। (৩) অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য চলমান মামলা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অনধিক ৩ মাসের মধ্যে পাওনা আদায় করে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে"।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত সমূদয় বকেয়া অর্থ আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে হিসাবভূক্তির প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসে জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

তারিখ ঃ ১৯-০৭-১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
০৪-১১-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

(ফাহমিদা ইসলাম)
মহাপরিচালক
রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।